যুগান্তর

তারিখ ... 22 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৪...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব-১

ছাত্রলীগের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ ক্যাম্পাস

হাসান আদিব, রাবি থেকে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অপকর্মে শিক্ষক-শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির প্রত্যক্ষ মদদে সংগঠনটির নামধারী নেতাকর্মীরা একের পর এক এসব অপকর্ম করে পার পেয়ে যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার্থী, আবাসিক হলের কর্মচারী-কর্মকর্তা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে অপরাধ কর্ম। এসব সংবাদ প্রকাশ করায় সাংবাদিকদেরও হুমকি-ধমকি দিচ্ছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কমিটির মেয়াদ দীর্ঘদিন আগে শেষ হলেও নতুন কমিটি না দেয়ায় সংগঠনের চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে। ফলে একের পর এক অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়ছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের এই শাখাটির নেতাকর্মীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতাদের অভিযোগ, 'ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করে ছাত্রদল ও শিবির থেকে আসা বেশ কিছু নেতাকর্মী ছাত্রলীগের ঐতিহ্যকে বিতর্কিত করছে। আর এসব কাজে মদদ দিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান রানা। তিনি ছাত্র-শিবিরের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সমঝোতা করে ক্যাম্পাসে থাকছেন বলেও অভিযোগ তাদের।

▶ক্যাম্পাস : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

ক্যাম্পাস : অতিষ্ঠ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দ্রুত মেয়াদোত্তীর্ণ এ কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি দিয়ে সংগঠনকে গতিশীল করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে দাবি জানিয়েছেন তারা।'

২০১৩ সালের ২০ জুলাই মিজানুর রহমান রানাকে সভাপতি ও এসএম তৌহিদ আল হোসেন তুহিনকে সাধারণ সম্পাদক করে রাবি ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়। ওই বছরের ২২ আগস্ট সম্পাদক তুহিনের ওপর হামলা চালিয়ে তার হাত-পায়ের রগ কেটে দেয় শিবির। ওই সময়ই এ ঘটনায় ছাত্রলীগের সভাপতি রানার যোগসাজশ আছে বলে অভিযোগ তোলে সংগঠনের সিনিয়র নেতারা। তুহিনের অনুপস্থিতিতে ক্যাম্পাসে একক আধিপত্য শুরু করেন রানা। সংগঠনের সিনিয়র ও ত্যাগী নেতাদের দূরে ঠেলে দিয়ে বহিরাগত ও শিবির-ছাত্রদল থেকে অনুপ্রবেশকারী নেতাকর্মীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে অপকর্ম শুরু করে বলে অভিযোগ অধিকাংশ ছাত্রলীগ নেতার।

১৩ জুন রাজশাহীতে বেড়াতে আসা ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে জোর করে তার ওই বান্ধবীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ২০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় ও ২৪ ঘণ্টা ধরে নির্যাতন করে ছাত্রলীগ নেতা কৌশিক, বেহেস্তি, মাসুদ, রিফাতসহ ৬-৭ জন। তারা সবাই সভাপতি রানার অনুগত বলে পরিচিত। এ ঘটনা জানার পরও কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে মদদ দেয়ার জোরালো অভিযোগ ওঠে রানার বিরুদ্ধে। এ ঘটনার সংবাদ প্রকাশ করার জেরে রানার প্রত্যক্ষ মদদে ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিকদের 'দেখে নেয়ার হুমকি' দেয় ছাত্রলীগ। এ সময় ছাত্রলীগ সভাপতি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর আগে ১০ জুন সহপাঠীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীকে মারধর করে ছাত্রলীগ কর্মী রেজাউল করিম রাজু। এ নিয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ৯ জুন রাবি সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি বাসুদেব রায়কে পিটিয়ে পা ভেঙে দেয় ছাত্রলীগ কর্মীরা। ৬ জুন মতিহার হলে অবৈধভাবে সিট দখলকে কেন্দ্র করে সিনিয়র এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে ছাত্রলীগ কর্মী কাউসার। এ ঘটনার জেরে ওই হলের প্রাধ্যক্ষকে মারধরের হুমকি দেয় হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন। এছাড়া ছিনতাই, শিক্ষার্থী অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন, পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়াসহ অযৌক্তিক বিভিন্ন দাবিতে ভিসি, প্রোভিসি, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টরের দফতর ও চিকিৎসা কেন্দ্রে ভাঙচুর, ক্যান্টিন ও ডাইনিংয়ে ফাও খাওয়া, ক্যান্টিন ম্যানেজার, হলের নিরাপত্তারক্ষী, লন্ড্রিম্যান, সিএনজি অটোরিকশা চালক, রঙমিস্ত্রি, বিভিন্ন ছাত্রের কাছে চাঁদা দাবি ও মারধর এবং অস্ত্র দেখিয়ে পরীক্ষা বন্ধের হুমকিসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।